# বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

# প্রফেসর ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস

অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট।

**ভূমিকাঃ**

মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সুদূর ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়ে পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা সমূহে মাদ্রাসা শিক্ষা এক জনপ্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থার নাম। অতীতে সরকারী/বেসরকারী যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, আন্তর্জাতিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মাদ্রাসাশিক্ষায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব দানের অভাবের কারণে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাটি গুণগত শিক্ষা প্রদান করে জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি। এমতাবস্থায় বর্তমান সরকারের আশাব্যঞ্জক কিছু পদক্ষেপ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় সার্বিক ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে।

**বাংলাদেশে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাঃ**

বর্তমানে বাংলাদেশে তিন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সাধারণ, ভোকেশনাল ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের শিক্ষার্থীদের প্রাকপ্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উক্ত তিনটি শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও অন্যান্য গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় ৪০ হাজার আলিয়া, কওমী ও মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ৩০ লক্ষ ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করছে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলো নিবন্ধিত না হওয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বা সরকারী কর্তৃপক্ষ এর সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দিতে পারছেন না।

অন্যদিকে, দেশের আলিয়া মাদ্রাসাসমূহে জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে পাঠদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণ ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা সরকার কর্তৃক প্রদান করে, উপবৃত্তি চালুকরণ এবং সর্বোপরি সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানন্নোয়নে বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কওমী ও ক্যাডেট মাদ্রাসাগুলো এখনও ব্যক্তি বিশেষের, দলের বা প্রাচীন মতাদর্শ অবলম্বন করে পরিচালিত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাক্রম এবং শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন বা উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

**সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনামূলক চিত্রঃ**

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। প্রথমতঃ সচেতন এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী অভিভাবকরা সন্তানদের জন্য সাধারণত সাধারণ শিক্ষাকেই বেছে নেয়। সাধারণ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার অনেক বছর ধরে প্রচুর পরিমানে অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছে। শিক্ষার মানন্নোয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষার কোর্স কারিকুলাম প্রতিনিয়ত সংযোজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধন করা হচ্ছে। নিয়মিতভাবে গবেষণা ও নিবিড় তত্ত্ববধানের কারণে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে গড়ে তোলা ইসলামী শিক্ষা বা মুসলিমদের শিক্ষিত করে গড়ে উঠার প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বর্তমান বাংলাদেশের জনগনের আস্থা ও জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী বংলাদেশে বিভিন্ন মতাদর্শে বিভিন্ন ধরণের মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এবতেদায়ি পর্যায় (প্রাথমিক) থেকে কামিল শ্রেণী (স্নাত্মকোত্তর) পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। আলিয়া, কওমী ও ক্যাডেট মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে একমাত্র আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রানাধীন। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক (এবতেদায়ি) পর্যায় বেসরকারী ভাবে ধীর গতিতে পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক, বেতন ভাতার অনিশ্চয়তা/স্বল্পতা এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবতেদায়ি পর্যায়কে পেছনে রেখেছে। সাধারণত, অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল অভিভাবকরা সন্তানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে বেছে নিয়ে থাকে। বিদেশী সংস্থা, দেশীয় এনজিও এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে থাকে। যার ফলে সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অনুদান তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল।

মাদ্রাসা শিক্ষার মানন্নোয়নে সরকারের ভূমিকাঃ

জঙ্গি হামলা, ধর্মীয় বিবাদ, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী মৌলবাদীদের রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনা সহ সমস্ত স্পর্শকাতর বিষয় ও কঠোর বাস্তবতাকে মাথায় নিয়ে বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব এবং আপামর জনসাধারণের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রতিবছর মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় ও নীতি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সমপর্যায়ে নিয়ে আসা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী সাফল্য। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সহপাঠ ক্রমিক কার্যাবলী কারিকুলামে সংযোজন করা। অন্যদিকে বিভিন্ন জাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মেধাবী গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি চালু করা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের আয়োজন প্রশংসার দাবি রাখে। তাছাড়া বর্তমান সরকার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সমস্যা নিরসনে সরকার প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভবন নির্মাণ করেছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার আরও উন্নয়নে দুই সহস্রাধিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

বেসরকারী সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাঃ

বিশ্বায়নের এই যুগে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি থেকে বিভিন্ন বেসরকারী ব্যক্তি এবং সংস্থা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে গবেষণা ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এছাড়া ‘কাউন্টারিং ভায়োলেন্স এন্ড এক্সট্রিমিজম’ নামে একটি সংস্থা যা বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের সম্বন্বয়ে গঠিত, বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রকল্প হলো- ঘৃণা বা দূরে সরিয়ে রেখে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা যাবে না, তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের গুণাবলী বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা। এর মধ্যে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস, ব্রিটিশ কাউন্সিল, এশিয়া ফাউন্ডেশন ও সিলেটে অবস্থিত এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির নাম উল্লেখযোগ্য।

সমস্যাসমূহঃ

* প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা।
* প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অদক্ষতা।
* কওমী ও ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রতি সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকা।
* অপর্যাপ্ত গবেষণা।
* বেসরকারী সংস্থা, এনজিও ও আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর নেতিবাচক মনোভাব।
* সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার অভাব এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠদান না করা।
* অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব।
* সমাজ ও মাদ্রাসার মধ্যে দূরত্ব।
* সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বয়ান চেতনার অনুপস্থিতি।
* দারিদ্রতা।

পরামর্শঃ

* সকল ধরণের মাদ্রাসাগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
* মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।
* কোর্স কারিকুলাম আধুনিকীকরণ এবং উক্ত কারিকুলাম বাস্তবায়ন উপযোগী শিক্ষক তৈরি করতে হবে।
* প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নজর দেয়া এবং আমুল পরিবর্তন আনতে হবে।
* গবেষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে মাদ্রাসা শিক্ষার উপর ইতিবাচক লেখা ও গবেষণার জন্য আহবান করতে হবে।
* দেশী ও বিদেশী বেসরকারী সংস্থাগুলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করার আহবান করতে হবে।
* সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার দূরত্ব কমাতে হবে।
* মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্যান্য শিক্ষার মত সমমানে আনার এবং সরকারী, বেসরকারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।
* সরকার সমমর্যাদার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা যথাযথ ভাবে কার্যকর করা।
* জাতীয় বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রদান করা।

উপসংহারঃ

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন অতীব জরুরী। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা যা ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। সুতরাং, এই শিক্ষাটি অন্যান্য শিক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় ৪০ হাজার মাদ্রাসায় জড়িত শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে বাদ দিয়ে বা অবহেলা করে বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। উল্লেখিত পরামর্শগুলো বিবেচনায় এনে কওমী ও ক্যাডেট মাদ্রাসাগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ঢেলে সাজানোর কাজে সরকার, বেসরকারী সংস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা একসাথে কাজ করলে অতি শীঘ্রই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব। একই সাথে সরকারের সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ করবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি।